بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৬ আগস্ট ২০২১

জার্মানির ন্যাশনাল ইজতেমায় মুষলধারায় বৃষ্টির মধ্যে হাসিমুখে অবিচল বসে থেকে তাদের প্রাণপ্রিয় ইমামের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান উপভোগ করলেন খিলাফতের নিবেদিতপ্রাণ সেবকরা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানির ন্যাশনাল ইজতেমার সমাপনী অধিবেশনে যোগ দিলেন এবং জার্মানির ছাত্র খোদ্দামদের ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় অংশ নেওয়ার সৌভাগ্য দান করলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)

২২ আগস্ট ২০২১, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) জার্মানির ন্যাশনাল ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশনে সেখানকার শিক্ষার্থী সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১,৭০০ এরও বেশি সদস্য (জার্মানির) ফ্রাঙ্কফুর্টের এফএসভি স্টেডিয়াম থেকে অনলাইনে এ সভায় যোগদান করেন।

ইজতেমাটি ঈমান-বর্ধক দৃশ্যাবলীর সাক্ষী হয়ে যায়, যখন অংশগ্রহণকারীদের ওপর ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়, অথচ তারা বৃষ্টির এই মুষলধারার মধ্যেও অবিচল বসে থাকেন, যেন তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা এবং পথপ্রদর্শকের সাথে তাদের সময়ের একটি সেকেন্ডও তারা মিস না করেন।

যখন বৃষ্টি পড়া শুরু হয়, হুযূর আকদাস জিজ্ঞাসা করেন অংশগ্রহণকারীদের জন্য এটি কঠিন হচ্ছে কিনা, যার উত্তরে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠনের ন্যাশনাল সভাপতি) বলেন যে, তারা এই অনন্য পরিস্থিতি উপভোগ করছেন, এবং আবহাওয়া যাই হোক না কেন তারা খলীফার সান্নিধ্য থেকে কল্যাণ লাভের জন্য বসে থাকবেন এবং এই অসাধারণ সুযোগের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করবেন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ ধর্ম ও সমসাময়িক সমস্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসকে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

ছাত্রদের একজন হুযূর আকদাসের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চান যে, একজন আহমদী গবেষক হিসেবে তার কী ধরনের মন-মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত।

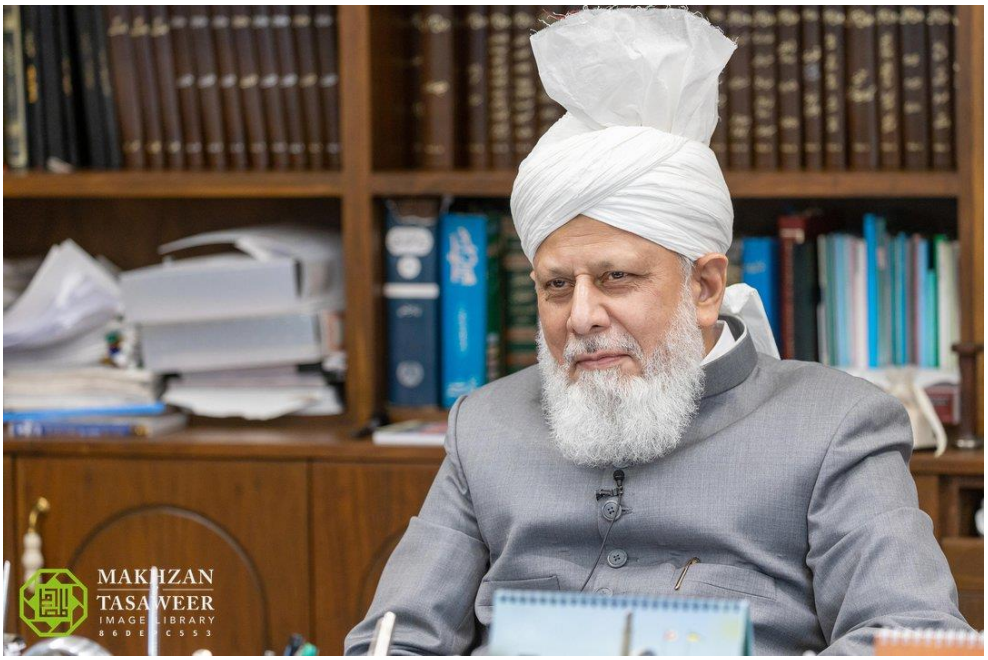

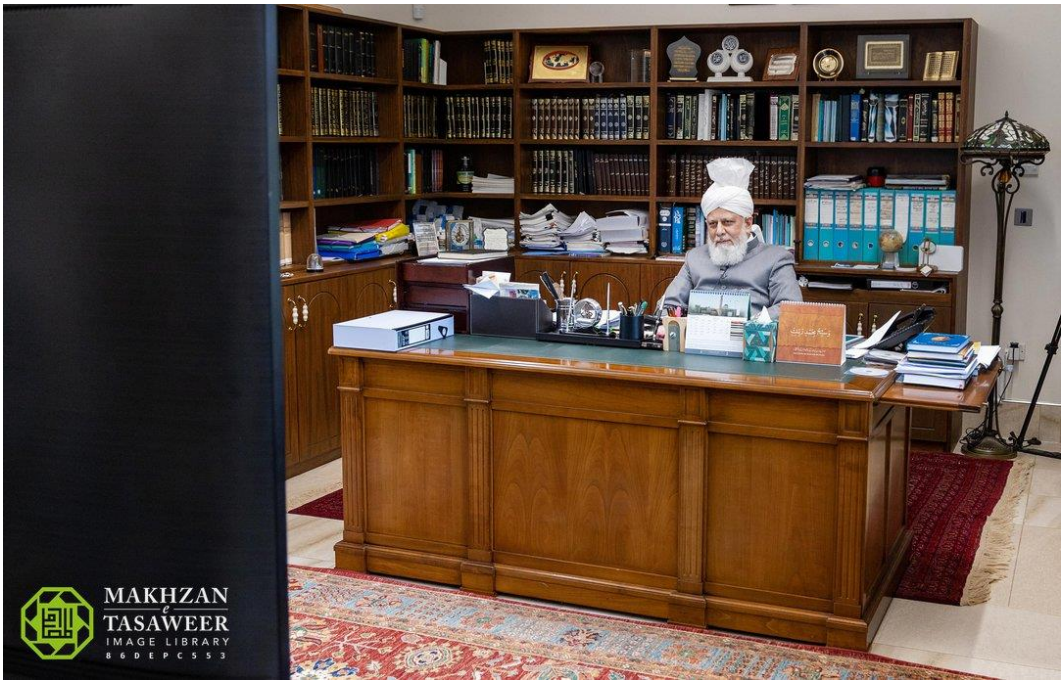

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“একজন আহমদীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কঠোর পরিশ্রম করা। অ-আহমদী এবং অমুসলিম গবেষকগণও কঠোর পরিশ্রম করেন এবং সার্বক্ষণিক তাদের গবেষণার বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। তবে একটি বিষয় তাদের ঘাটতি রয়েছে, আর তা হলো, তারা আল্লাহ্ তা’লার সাহায্য চান না।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“একজন আহমদী গবেষকের অন্য যে কোনো গবেষকের মত গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু, এর অতিরিক্ত তার নিজের কাজের জন্য দোয়াও করা উচিত এবং তার গবেষণায় আল্লাহ্‌র সাহায্য যাচনা করা উচিত। তার এই দোয়া করা উচিত, যেন তিনি যে গবেষণা করছেন তা কল্যাণকর হয়, মানবতার জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয় এবং বিশ্বের কাজে লাগে এবং সেটি যেন খোদা তা’লার তওহীদ প্রতিষ্ঠা করে।”

সভার সমাপ্তি লগ্নে হুযূর আকদাস অত্যন্ত স্নেহভরে প্রতিকূল আবহাওয়া ধৈর্য সহকারে সহ্য করার মাধ্যমে উপস্থিত যুবসমাজ যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন তার জন্য তাদের প্রশংসা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে, সকল খোদ্দাম তাদের ওপর এই বৃষ্টিকে [নির্দ্বিধায়] বরণ করে নিয়েছেন। আল্লাহ্‌র ফযলে আমি দেখেছি যে, আপনাদের খোদ্দামের মাঝে ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততা রয়েছে — অন্তত তাদের মাঝে ভালোবাসার এতোটুকু শক্তি ও বহিঃপ্রকাশ রয়েছে যে, তারা এই বর্ষণ সহ্য করতে পারেন। আল্লাহ্ এই ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততা বৃদ্ধি করুন এবং তারা প্রকৃত অর্থেই দ্বীনের সেবকে পরিণত হোন, আর তারা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে অর্জনকারী হোন। ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দানের যে অঙ্গীকার তারা সর্বদা করে থাকেন, তারা এর ওপর আমলকারী হোন, তারা খিলাফতের সুরক্ষা করুন এবং নিজ সর্বশক্তি নিয়ে এ পথে অগ্রসর হোন।”

পরিশেষে হুযূর আকদাসকে ‘আলমে ইনামী’ (পুরস্কারসূচক পতাকা) প্রদানের এক দৃশ্য দেখানো হয়, যেখানে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা এর সবচেয়ে সফল শাখাকে (মজলিসকে) প্রদান করা হয়।